বঙ্গীয় নব সনাতনী ট্রাস্ট
ওঁ
ওঁ
卐
অসতো মা সদগময়,তমসো মা জ্যোতিগময়...
স্থাপিত-২০১০
বাগাঘাট,নদীয়া। পিন-৭৪৯২৩২

★শ্রীকৃষ্ণ কে?
শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বরভগবান, পরমব্রহ্ম। শ্রীকৃষ্ণই সকল সত্তার উৎস। শ্রীকৃষ্ণই আদি, মধ্য এবং অন্ত্য । শ্রীকৃষ্ণই অজাত, অজম। সর্বকারনের পরম কারণ।শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ-পুর্নম।

.

★শ্রীকৃষ্ণ এত আকর্ষনীয় কেন?
শ্রীকৃষ্ণ সর্ব ঐশ্বর্যে পূর্ণ । তাঁর মধ্যে সকল ঐশ্বর্য, সকল শ্রী, সকল বীর্য, সকল জ্ঞান, সকল যশ, সকল বৈরাগ্য পূর্ণরূপে বিরাজমান ।

.

★শ্রীকৃষ্ণ কোথায় অবস্থান করেন?
চিৎ-জগতের গোলক বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বিরাজমান। গোলক বৃন্দাবন বেষ্টনকারী অন্তহীন চিৎজগতের বৈকুন্ঠধামে শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজরূপী নারায়ন রূপে বিরাজমান। শ্রীকৃষ্ণ মহাবিষ্ণুরূপে নিজেকে বিস্তার করেন এবং এই সীমাবদ্ধ জড়ো বিশ্বব্রহ্মান্ড সৃষ্টি করেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রতিটি ব্রহ্মান্ডে গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে প্রবেশ
করেন এবং সেগুলিকে পরিচালনা করেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রতিটি জীবসত্তা ,
জড়বস্তু , সক্রিয় কিংবা নিস্ক্রিয় শরীরে ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে
প্রবেশ করেন এবং তাদের প্রতিপালন করেন।

.

★শ্রীকৃষ্ণ কেন আবির্ভূত হন?
যখন এবং যেখানে ধর্মীয় অনুশাসনের অধ:পতন ঘটে এবং অধর্মের অভূত্থান ঘটে ঠিক তখনি সাধুদের পরিত্রান করার জন্য এবং দুস্কৃতিকারীদের বিনাশ করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার জীবনাবসানের একদিনে একবার বা প্রতি ৮৬০ কোটি বছর পর একবার আবির্ভূত হন।

ভগবান শিবের সাতটি রহস্যঃ
১) সাপঃ সর্প হচ্ছে সদা জাগ্রত থাকার প্রতীক। যদি আপনার গলায় একটি সাপ প্যাঁচানো থাকে, তাহলে আপনি কিছুতেই ঘুমাতে পারবেন না।

.

২) ভষ্মঃ এটা জীবনের অনিত্যতাকে স্মরন করিয়ে দেয়। এটা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে আমাদেরও একদিন ভষ্মে পরিণত হতে হবে।

.

৩) চন্দ্রঃ চন্দ্র সর্বদাই মনের সাথে সম্পর্কিত। এটি জীবনের সকল পরিস্থিতিতে সুখী থাকা এবং মনের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার প্রতীক।

.

৪) ডমরুঃ এটা দেখতে ইনফিনিটি চিহ্নের মত। যা শিবের অসীম তথা উন্মুক্ত চিন্তাচেতনার প্রতীক।

.

৫) ত্রিশুলঃ শিব প্রকৃতির তিনগুন নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন, এটি তারই প্রতীক। তিনি এটির মাধ্যমে সকলকে নিজ নিজ ধর্ম পালনে উৎসাহিত করে থাকেন।

.

৬) নীলাভ শরীরঃ আকাশ অন্তহীন, শিবও তেমনি অন্তহীন। নীলাভ শরীর অন্তহীন আকাশের মতই শিবের অন্তহীনতা তথা অসীমতার প্রতীক।

.

৭) গঙ্গাঃ গঙ্গা নিষ্কলুষ জ্ঞানের প্রতিনিধিত্ব করে। যখন শিবের মতই আমাদের হৃদয় স্থির হয়, তখনই তাতে নিষ্কলুষ জ্ঞান প্রবাহিত হয়।

মহাভারতের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাণী

১. "যে বস্তু সহজেই লাভ করা যায়, সে বস্তুর প্রতি মানুষের মূল্যবোধ থাকে না"-বিদুর

২. "চরিত্রের পরিক্ষা তখনই হয়, যখন অপরচিত কারো সংস্পর্শে আসা হয়"-ভীষ্ম

৩. "জয়ের জন্য বলের চেয়ে অধিক ছলের প্রয়োজন"-শকুনি

৪. "সমুদ্র হোক বা সংসার, যে ধর্মের নৌকা প্রস্তুত করে সে ঠিকই পার হয়ে যায়"-শ্রীকৃষ্ণ

৫. "যে কেবল নিজের দুঃখকে আপন করে জীবন কাটায় সে শক্তিহীন হয়ে পড়ে। কিন্তু যে ব্যাক্তি সমগ্র সমাজের দুঃখ আপন করে জীবন কাটায় সে শক্তিশালী হয়ে ওঠে"-শ্রীকৃষ্ণ

৬. "সুগন্ধ, দুরগন্ধ ও মানুষের স্বভাব কখনো গোপন থাকে না"-শকুনি

৭. "যেভাবে বৃক্ষের মূল বৃক্ষকে খাদ্য যোগায়, সেভাবে মানুষের গর্ব মানুষকে শক্তি যোগায়"-শকুনি

৮. "পরিস্থিতিকে যদি নিজের অনূকুলে না আনতে পার, তবে তাকে শত্রুর প্রতিকুল বানিয়ে ফেলো"-শকুনি

৯. "যারা শত্রুর শত্রু হয়, তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে হয়"-শকুনি

১০. "যেখানে বল কাজ করে না সেখানে ছল কাজ করে"-শকুনি